হরিণাকুন্ডুতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত

সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার ছোটভাদড়া গ্রামের দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ওই গ্রামের আব্দুর রশিদ ও আব্দুল লতিফ লতা’র বিরোধ চলে আসছিল। শুক্রবার রাতে আব্দুর রশিদের সমর্থক নাজমুল ও লতা’র সমর্থক সবুজের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাক-বিতন্ডা হয়।

এরই জের ধরে শনিবার সকালে উভয় পক্ষের লোক দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা বলেন, ছোটভাদড়া গ্রামে একটি ঘটনা ঘটেছে। কোন আহতের খবর পায়নি। পরিস্থিত বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

ঝিনাইদহে বিট পুলিশিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু

‘বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিট পুলিশিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে।

জেলা পুলিশের আয়োজনে শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুলিশ লাইন্স মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিনে ঝিনাইদহের ৩

টি থানার ভারাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ পুলিশ সদস্যরা অংশ নেয়।

কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদাণ করেন পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামান। এসময় পুলিশি সেবা জনগণের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পুলিশের করণীয় ও দ্বায়িত্ব সম্পর্কে নানা দিক নির্দেশনা প্রদাণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোর্টচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ সুপার (শৈলকুপা সার্কেল) আরিফুল ইসলাম, ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন, সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান, হরিনাকুন্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিমম কোটচাঁদপুর থানার ওসি মাহবুবুর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জেলার ৬ টি থানা ও ৬৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় মোট ৮৫ টি বিটে বিভক্ত করে ইতোমধ্যে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতি বিটে ১ জন এস আই ও ১ জন এএসআই এবং ২ জন পুলিশ সদস্য কাজ করছেন। বিট পুলিশিং ব্যবস্থায় তাৎক্ষনিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে মানুষ পুলিশের সেবা পাচ্ছে।

এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান

এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ শনিবার সকালে এ তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামে ভুয়া ফেসবুকে পেইজ ও প্রোফাইল খুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া ও এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাল্পনিক তারিখ ঘোষণা করে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকার জন্য

বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হবে এবং কখন এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরীক্ষা নেওয়ার উপযুক্ত পরিস্থিতি হলে তারিখ গণমাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে ভুয়া কোনও পেইজের বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তথ্য বিশ্বাস না করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। কোন গুজবে কান না দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিভিন্ন তথ্য জানতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কুষ্টিয়ায় এমপির ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

বিবাদমান দ্বন্দ্বের জের ধরে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) অ্যাডভোকেট আ ক ম সারওয়ার জাহান বাদশার ফুপাতো ভাই হাসিনুর রহমানকে (৫২) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে

শনিবার সকাল ৭টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

নিহত হাসিনুর রহমান দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর এলাকার মৃত ডা. জাকির হোসেনের ছেলে। তিনি কুষ্টিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকবছর আগে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উক্ত এলাকায় ঈদের দিন কুপিয়ে শাহাবুল নামের এক যুবককে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা।

শাহাবুলের হত্যার পরে দ্বন্দ্ব আরও প্রকোট রূপ নেয়।

শনিবার সকালে হাসিনুর রহমান বাজারে মাছ ক্রয় করছিলেন। এসময় পিছন দিক থেকে নিহত শাহাবুলের বাবা মজিবর রহমান (৪০) তাকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

এসময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন থেকে সকাল পৌনে ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

দৌলতপুর থানার ওসি তদন্ত নিশিকান্ত জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

মেহেরপুরের মিরা জটিল কিডনি রোগে ভুগছেন ৯ বছর, বাঁচাতে প্রয়োজন অর্থ

গুলশান আরা মিরা। বয়স ৩৭। অর্থনীতিতে অনার্স পড়ার সময় আইডিবি-আইটি কোর্স শেষে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। তিন্তু ‘কপালের লিখন না যায় খণ্ডন’ এ প্রবাদটি তার জীবনে মরণগ্রাস হয়ে বাসা বেঁধেছে। ৯ বছর ধরে শরীরের দুটি কিডনি অকেজো হয়ে পড়েছে। সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালসিস করে বেঁচে রয়েছেন এক সময়ের মেধাবী এই শিক্ষার্থী।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মৃত রেজাউল হক ও আওলিয়া হক দম্পতির পাঁচ সন্তানের সবচেয়ে ছোট সন্তান মিরা।

২০০৬ সালে প্রাথমিক ভাবে কিডনিতে সমস্যা দেখা দিলে মিরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পর থেকে মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এ কারণে তাঁর অনার্স শেষ করতেও সময় লাগে। পরে মনের জোরে ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্সও শেষ করেন তিনি। মাস্টার্স শেষ করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু দিন চাকরি করেন। এরই মধ্যে খুলনার ফুলতলা এলাকার নাসির উদ্দিন সুমন নামের এক জনের সাথে

সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ২০০৯ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

২০১৩ সালে তিনি ক্রোনিক কিডনি রোগে আক্রান্ত হলে তখন থেকে শুরু হয় ডায়ালসিস। কিডনি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডা. হারুন অর রশিদের তত্ত্বাবধানে সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালসিস করে জীবনযুদ্ধে টিকে আছেন মিরা। এর পর ২০১৭ সালে স্বামী নাসির উদ্দিন সুমনও তাকে ছেড়ে চলে যান এবং অন্যত্র বিয়ে করে সংসার বেঁধেছেন।

গুলশান আরা মিরার এখন একমাত্র অবলম্বন তার মা। চিকিৎসার জন্য ঢাকার মিরপুরের একটি বাসায় সাবলেট নিয়ে বসবাস করছেন মা ও মেয়ে। প্রতিমাসে ডায়ালসিস, টেস্ট ও ওষুধ কিনতে লাগে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। সঙ্গে আছে বাড়ি ভাড়া ও খাওয়া খরচ। সবমিলিয়ে অর্থনৈতিক দৈনতা তার জীবনযুদ্ধে যোগ হয়ে মানবেতর জীবন পার করছেন মিরা।

মিরা জানান, সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালসিস করা প্রয়োজন। যখন তার স্বামী ছিলেন, তখন তিন দিনই করতেন। প্রতি ডায়ালসিসের প্রায় আড়াই হাজার টাকা খরচ হয়। স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে দুইটা করে ডায়ালসিস নিচ্ছি। চিকিৎসকের কাছে আবেদন করে খরচ একটু কমাতে পেরেছি। স্বামী চলে যাওয়ার পর থেকে ভাইরা তার চিকিৎসার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

তিনি আরো জানান, ৯ বছরের পুরাতন রোগ হয়ে যাওয়া কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করাও আর সম্ভব না বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। যতদিন বাঁচবো ডায়ালসিস করেই বাঁচতে হবে। তবে স্বামী ছেড়ে যাওয়াতেও তার কোন অভিযোগ নেই।
আবেগ আপ্লুত মিরা জানান, যখন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট এর করার কথা ভাবলাম। তখন একমাত্র দাতা হিসেবে আমার মা ছিলেন। কিন্তু মায়ের টেস্ট করার পর জানতে পারি তারও একটি কিডনি ছোট। চিকিৎসক জানান, মায়ের কিডনি নিলে হয়তো আপনি বাঁচবেন কিন্তু মা নাও বাঁচতে পারেন। যে কারণে মায়ের কিডনি নিতে পারিনি।

এলাকাবাসী, শুভাকাঙ্খী ও দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, ডায়ালসিস আর ওষুধ খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে । কিন্তু এই মুহুর্তে আমার সব অবলম্বন শেষ হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে চিকিৎসা চালিয়ে সম্ভব না।

মিরার মা আওলিয়া হক জানান, আমি ছাড়া মেয়েকে আর কে দেখবে? আমার ছেলেরা যতটুকু পারছে তাকে সাহায্য করছে। তাদেরও সংসার রয়েছে। আজ শনিবার এক আত্মিয় এক হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, সেটা নিয়ে ওষুধ

কিনবো। মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে টাকা দরকার। কেউ যদি সাহায্যও হাত বাড়িয়ে দিত তাহলে মেয়েটির চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারতাম।

মিরার সাথে যোগাযোগ বা সাহায্য করতে এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। মোবাইল-০১৭১১-৪৫৮৯৬১

গাংনীতে প্রতিবন্ধীর ভাতায় ভাগ নিলেন উজ্জ্বল!

গাংনীর তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের স্থানীয় মাস্তান উজ্জল হোসেন নামক এক যুবকের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধীর ভাতার টাকায় ভাগ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

কথিত মাস্তান উজ্জ্বল উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের ইদু সেখের ছেলে । উজ্জল হোসেন নিজেকে একজন রাজনৈতিক নেতা পরিচয় দিয়ে গ্রামের অসহায় দুস্থ বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রভাব বিস্তার করে কার্ডপ্রতি ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবার জানিয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের মেম্বর না হয়েও নিজেকে বড় মাপের নেতা পরিচয় দিয়ে উজ্জল হোসেন করমদি পশ্চিমপাড়া গ্রামের অসহায় প্রতিবন্ধী রফাত আলীর মেয়ে বাক প্রতিবন্ধী মিম্মা খাতুন, আশরাফুলের ছেলে ইউসুফ পাগলা এনামুলের ছেলে প্রতিবন্ধী হাবু’ র প্রতিবন্ধী কার্ড করে দেবার নামে বিভিন্ন সময় তাদের চাপ দিয়ে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে চাঁদা আদায় করেছে।

সম্প্রতি (গত ২৬ আগষ্ট,২০২০) তারিখে জনতা ব্যাংক বামন্দী শাখা থেকে বকেয়া জনপ্রতি ৯ হাজার টাকা প্রতিবন্ধী ভাতা উত্তোলন করে। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে রাস্তায় নেমে আসলেই সুযোগ সন্ধানী উজ্জল হোসেন তাদের নিকট থেকে টাকা গুনে দেয়ার নাম করে কেড়ে নিয়ে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা পকেটস্থ করে।

এসময় প্রতিবন্ধীরা প্রতিবাদ করলে তাদেরকে উজ্জল ভয়ভীতি দেখিয়ে

গাংনীতে ব্র্যাক পল্লী সমাজের

উদ্যোগে সামাজিক সম্প্রীতি

অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের গাংনীতে ব্র্যাক পল্লী সমাজের উদ্যোগে সামাজিক সম্প্রীতি মূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টার সময় সাহারবাটি কলোনি পাড়ায় ৩০ নম্বর পল্লী সমাজের শিক্ষার্থীদের মাঝে খেলাধুলা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধিতে এ খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপ্রধান মাকসুদা খাতুনের সভাপতিত্বে ব্র্যাক প্রতিনিধি এফও (সিইপি) বাবলু কুমার শীল উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা করেন। এ সময় শিক্ষিকা কনিকা খাতুনসহ শিক্ষার্থীরা ও স্থানীয় অভিভাবক বৃন্দর উপস্থিত ছিলেন।

অবশেষে মুজিবনগর স্মৃতি

কমপ্লেক্স পর্যটকদের প্রবেশে

উন্মুক্ত

করোনা ভাইরাসের কারনে বন্ধ থাকার দির্ঘ ৫ মাস পর অবশেষে অবারো মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পর্যটকদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তবে সকলকে স্বাস্থবিধি মেনে বাধ্যমূলক মাস্ক পরিধান করে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ প্রবেশ করার জন্য একটি বিঙ্গপ্তি দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

গত মঙ্গলবার থেকে মুজিবনগর মেইন গেটে একটি জরুরী বিঙ্গপ্তি টানিয়ে দিয়ে সকল দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

যেখানে লিখে দেয়া হয়েছে সকলে স্বাস্থবিধি মেনে, সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ প্রবেশ করুন।মাস্ক ব্যাতীত ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না।

ভয়বহ করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ২৬ মার্চ মুজিবনগর কমপ্লেক্সে সাধারন দর্শনার্থীদের প্রবেশ পুরোপুরিভাবে নিশেধাঙ্গা ঘোষনা করা হয়েছিলো।

তারপর থেকে মুজিবনগরের ভিতরে কোন পর্যটক প্রবেশ করতে পারেনি। তবে ৫ মাস পর আবারো সেটা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

দর্শনার্থীরা এখন চাইলেই স্বাস্থবিধি মেনে মাস্ক পরিধান করে মুজিবনগরে প্রবেশ করতে পারছে। আর সেটা দেখভাল করার জন্য গেটে দায়িত্বে রয়েছে আনসার ব্যাটেলিয়ান সদস্যরা। তারা সকল দর্শনার্থীদের মাস্ক বাবহার করে স্বাস্থবিধি মেনে চলাফেরা করার জন্য অবহিত করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার জানান,স্বাস্থবিধি মেনে দির্ঘ ৫ মাস পর মুজিবনগর সৃতিকমপ্লেক্স দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে মাস্ক ব্যাতিত কোন দর্শনার্থীরা মুজিবনগরের ভিতর প্রবেশ করতে পারবে না।

কোটচাঁদপুরে ইয়াবা ও ফেন্সিডিলসহ যুবলীগ নেতা আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৩’শ ৭২পিচ ইয়াবা ও ৪ বোতল ফেন্সিডিল সহ ফারুক হোসেন (২৭) নামে এক ওর্য়াড যুবলীগ নেতাকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত রাতে পৌরসভার বড়বামনদাহ গ্রামের পন্ডিতপাড়ার

নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত ফারুক ওই এলাকার ইকবাল হোসেনের ছেলে।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার দিবাগত রাত দেড় টার দিকে পৌরসভার বড়বামনদাহ গ্রামের পন্ডিত পাড়ার ফারুক হোসেনের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ফারুক বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করে পায়ে গুরতর আঘাত পায়। এসময় পুলিশ তাকে আটক করে। পরে ফারুকের স্বীকারোক্তিতে বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে বাথরুমের ছাদ থেকে বিস্কুটের প্যাকেটে থাকা ৩’শ ৭২ পিচ ইয়াবা ও ৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পুলিশ।

ওসি জানান, আটক ফারুকের বিরুদ্ধে ৩৬ (১) এর ১০ (ক) ও ১৪(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। যার মামলা নং- ০৩। পায়ে গুরতর আঘাত পাওয়ায় তাকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে পুলিশ পাহারায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আটককৃত ফারুক হোসেন পৌরসভার ০৮ নং ওর্য়াড যুবলীগের প্রস্তাবিত সভাপতি।

বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলবেন দেশবরণ্য ব্যক্তিরা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ‘মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিবচর্চা’ শীর্ষক সাংবাদিকদের সাথে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামিকাল ৩০ আগস্ট সন্ধ্যায় মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিবচর্চা’ এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে।

শুক্রবার সকালে জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে এ অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড.

ইব্রাহীম শাহীন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক আলামিন হোসেন, আরটিভি প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, একুশে টিভি প্রতিনিধি ফারুক হোসেন প্রমুখ। অবহিতকরণ সভায় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রায় ৩০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিবচর্চা শীর্ষক প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি রুপরেখা তুলে ধরেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

তিনি উপস্থাপনায় বলেন, শতঘন্টা মুজিবচর্চার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ৩০ আগস্ট সন্ধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আলোচনা করবেন।

৩সেপ্টেম্বর কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক, ৫ সেপ্টেম্বর মেহেরপুরের সাবেক মহকুমা প্রশাসক ড. তৌফিক এলাহি চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা বলবেন।

এভাবে দেশ বরণ্য বিভিণ্ন রাজনৈতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক যারা বঙ্গবন্ধুকে জানেন তাদের নিয়ে মূলত এ প্রোগ্রামটি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতি প্রোগ্রামে সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্টদের জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে রাখা হবে।